দৈনিক ইত্তেফাক 44

FEB. 24 2000

তারিখ FEB 28 2000

দেশের বাঙ...

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা

অধ্যাপক ডাঃ এম, এ মান্নান

বাংলা ভাষা আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউনেস্কোর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতির জন্য পরম গৌরবের। ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আমাদের মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়াতে দেশব্যাপী ৭ই ডিসেম্বর '৯৯ তারিখে মাতৃভাষার বিশ্ব মর্যাদার উৎসব উদযাপিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে ঢাকায় মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারী মাস মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস, বাংলাদেশের ভিত তৈরীর মাস, নতুন করে বিশ্ব স্বীকৃতি পাওয়ার মাস, তাই এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী-শহীদ দিবস নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়ার মাস। সেই মাতৃভাষা নিজ দেশে কতটুকু সম্মান পেয়েছে তার মূল্যায়নের মাসও বটে।

পৃথিবীর সকল দেশই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে উন্নতি ও শক্তিশালী হতে পারলে আমরা পারব না কেন? অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা কোন বাধা নয়। আজ বিশ্বের দিকে তাকালে এর যৌক্তিকতা পাওয়া যাবে। আমার পেশাগত জীবনে, পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পৃথিবীর সকল দেশেই মাতৃভাষার কদর। তাদের উন্নতির মূল কারণ হল সর্বত্র মাতৃভাষার যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার। কিছু উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি আমরা আটজন স্নাতকোত্তর ও স্নাতক পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষক ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র ভর্তি, পাঠ্যক্রম, পাঠ পদ্ধতি, শিক্ষা মূল্যায়ন এবং গবেষণা পর্যবেক্ষণ। প্রত্যেক দেশের ছাত্ররা মাতৃভাষায় ভালভাবে ও সুষ্ঠুভাবে তাদের ভাব ব্যক্ত করেন। যুক্তরাজ্যের মাতৃভাষা ইংরেজী হওয়াতে ঐ দেশের ছাত্র-শিক্ষকের ভাব সম্প্রসারণ ও ভাব-প্রকাশ অন্যান্য দেশের শিক্ষক-ছাত্রের ভাব প্রকাশের চেয়ে সহজ ও পরিষ্কার মনে হল। তাদের রোগীর কষ্ট বোঝা সহজ ছিল। ছাত্র শিক্ষকের সাথে আলোচনা ও তাদেরকে বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য দেশের রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং রোগীদের ভাব বোঝা সহজ হয়নি। কারণ থাইল্যান্ড থাই ভাষায়, জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় রোগী দেখানো হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান তাদের নিজ ভাষায় দেওয়া হয়। আমাদের ঐ সব ভাষা জানা ছিল না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে মাতৃভাষার রোগী দেখা ও চিকিৎসা দেওয়া হবে, এটাই নিয়ম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় হাঙ্গেরী, রাশিয়া, জাপান, কোরিয়া, চীন কোথাও রোগীদের বিদেশী ভাষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখিনি। রোগীকে ভালভাবে বুঝতে মাতৃভাষার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু বাংলা কিছু ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করায় রোগীকে ঠিক বোঝা, চিকিৎসা দেওয়া ও গবেষণা কোনটাই ঠিকমত হচ্ছে না। কারণ রোগীরা তাদের মাতৃভাষায় কথা বলেও মনের ভাব প্রকাশ করে যা ডাক্তারের বুঝতে অসুবিধা হয়। এছাড়া অনেক তরুণ ডাক্তার ভিন্ন ভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য যায়। ঐ দেশের মাতৃভাষা না জানায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় তারা সেখানে ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে। তাই রোগীকে বোঝার জন্য চিকিৎসা শিক্ষায় মাতৃভাষার বিকল্প নাই।

বাংলাদেশে চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু বাংলা কিছু ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করায় রোগীকে ঠিক বোঝা, চিকিৎসা দেওয়া ও গবেষণা কোনটাই ঠিকমত হচ্ছে না। কারণ রোগীরা তাদের মাতৃভাষায় কথা বলেও মনের ভাব প্রকাশ করে যা ডাক্তারের বুঝতে অসুবিধা হয়। এছাড়া অনেক তরুণ ডাক্তার ভিন্ন ভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য যায়। ঐ দেশের মাতৃভাষা না জানায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় তারা সেখানে ভয়ানক অসুবিধায় পড়ে। তাই রোগীকে বোঝার জন্য চিকিৎসা শিক্ষায় মাতৃভাষার বিকল্প নাই।

পর্যটন বিভাগ বর্তমান যুগে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। দেশ ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক, আরও উপভোগ্য হয় যে দেশে ভ্রমণ করা হয় সেদেশের ভাষা জানলে। জাপান, চীন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রতিটি দেশের ভাষা ভিন্ন। যে দেশ ভ্রমণ করা হয় সে দেশের ভাষা জানা থাকলে দেশ ভ্রমণ আনন্দদায়ক হয় ও দেশের ইতিহাস জানা যায়। জাপান, জার্মানী, আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান দেশে নিজ দেশের পর্যটক সংখ্যা অসংখ্য। তাই ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা দেওয়ার জন্য যে দো'ভাষী থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বেশী সংখ্যক পর্যটকের ভাষায় বর্ণনা দেন। তাই যখন যে দেশে ভ্রমণ করা হয় সে দেশের ভাষা জানা প্রয়োজন। ঐখানে আন্তর্জাতিক ভাষার স্থান নেই। আমরা সস্ত্রীক আমেরিকার লস এনজেলসে ডিজনিল্যান্ড দেখার সুযোগ হয়েছিল একদল জাপানীর সাথে। দো'ভাষী জাপানী ভাষায় বর্ণনা দেন। তাই ঐ স্বপ্নপুরীর কাহিনী উপভোগ করার ও বোঝার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

বর্তমান বিশ্বে মানব সম্পদ বড় সম্পদ। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জনশক্তি বিদেশে চাকরি করছেন। যে দেশে চাকুরি করতে লোক যায়, সে দেশের ভাষা জানলে ভাল চাকরি পাওয়া যায়। সহজভাবে সে দেশে বসবাস ও উপভোগ করার সুযোগ হয়। মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, জার্মান, ইতালীতে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী চাকরি করছে। তাদের প্রত্যেককে ঐ দেশের ভাষা সামান্য হলেও জানতে হচ্ছে। যারা সামান্যতম জানতে অপারগ তাদের বিদেশে ভ্রমণ ও বিদেশে চাকরি সম্ভব হয় না। আন্তর্জাতিক ভাষা বলে কোন ভাষা এই অবস্থায় স্থান পায় না। তাই ইংরেজীতের উচ্চশিক্ষিত হলেও অনেককে মুখ থুবড়ে বসে থাকতে হচ্ছে। অধিকাংশ অদক্ষ জনশক্তি যারা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে তাদের দরকার আরবী ভাষা শিক্ষা। জাপান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে বহু লোক চাকরি করে। চাকরির জন্য ঐ দেশের ভাষা জানা দরকার। এখন প্রশ্ন হলো কোন্ লোক কোন্ ভাষা শিখবে? যার যার প্রয়োজনে তার চাহিদা অনুযায়ী সে সেই ভাষা শিখবে। এটাই নিয়ম হওয়া উচিত এবং শিক্ষাঙ্গনে সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার জায়গা নাই। বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক দল যখনই বিদেশে যান ও অনুষ্ঠান করেন তখন তাদেরকে ঐ দেশের ভাষার সাহায্য প্রয়োজন হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় কবিতা লিখে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার রাস্তা তৈরী হয়। বাংলা ভাষায় রচিত বহু সাহিত্য বিদেশী ভাষায় অনুমোদিত হয়েছে এবং বিশ্ব সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্যে বাংলা ভাষা একটি সুপরিচিত নাম। দেশের সাহিত্য ও কৃষ্টি দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করা হয়। হিরোশিমা নাগাসাকিতে আমেরিকানদের হিংসাত্মক কর্মকান্ডের কাহিনী নিজ ভাষায় বর্ণনা দেওয়া আছে।

গবেষণা করতে হলে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের দরকার। সে জ্ঞান উপার্জন ও আহরণ করার জন্য অনেক বই পড়তে হয়। তাই দরকার হয় বিদেশী বই পড়া। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কোন্ দেশী বই পড়ব ও কি জানবো। ইউরোপীয় দেশের বিষয় জানতে হলে ও গবেষণা করতে হলে যেমন ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, হল্যান্ড, ঐ সকল দেশের ভাষা জানতে হয় তা না হলে দো-ভাষীর সাহায্য নিয়ে গবেষণা চালাতে হয়। সেখানেও আন্তর্জাতিক ভাষা বলে কোন ভাষা নেই। দেখার বিষয় গবেষকদের সংখ্যা কত, উচ্চ-শিক্ষিত লোকজনের সংখ্যা কত, শুধুমাত্র তাদের জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ সকলের দুটি ভাষা বাধ্যতামূলক হবে কেন? আমি ব্যক্তিগতভাবে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপে একটা সেমিনার ও গবেষণামূলক অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম। সেখানে তাইওয়ান ভাষায় কথা হওয়াতে তাদের বিষয় বোঝা বা উপভোগের সুযোগ পাইনি।

বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকজন ইংরেজীতে কথা বলে। ঐ দেশে পড়াশুনা, চাকরি ও গবেষণা করলে ইংরেজী শিক্ষা দরকার। আবার ফরাসী, জার্মানীতে গেলে ইংরেজী ভাষার লোক পাওয়া যাবে না। সব দেশেই তাদের মাতৃভাষার কদর। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ এবং নিজ নিজ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রসরমান। বর্তমান যুগে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা, ছাত্রের সংখ্যা কোন্ দেশে কত তুলনা করা দরকার।

স্বাধীন সার্বভৌম দেশে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে, কোন রাষ্ট্রপ্রধান ভিন দেশী ভাষায় কথা বলার নজির নেই। সেখানেও যে দেশে সম্মেলন হয়, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অংশ নেন তাদের প্রত্যেকেরই দোভাষী থাকেন। অর্থাৎ মাতৃভাষার কোন বিকল্প নাই। প্রকৃত অর্থে কোন ভাষাই অপরিহার্য নহে। ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্ম। ১২ কোটি বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলা। এ দেশে বাংলা ভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভাষা নেই। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও কার্যত তাহা সফল হয় হয়নি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হয় হয়নি। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রকার পাঠ্যপুস্তক, গবেষণামূলক বই, পেশাভিত্তিক বই লেখা হয়নি। ভাষার মর্যাদা নির্ভর করে ঐ দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার উপর। বাংলা ভাষায় সাংস্কৃতিক উন্নতি, ধর্ম শিক্ষার ও জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয় চেষ্টা করা হয় নাই। কায়েমী স্বার্থবাদী, রাজনীতিবিদ, আমলা ও তথাকথিত কিছু সংস্কৃতিমনা বুদ্ধিজীবী উন্নয়নের অজুহাতে বাংলাদেশে একটা বিদেশী ভাষাকে মাতৃভাষার সমমর্যাদা দিয়ে চালু রেখেছেন এবং বাধ্যতামূলক হিসাবে শিক্ষা নীতিতে ও শিক্ষা অঙ্গনে চালু করেছে। তাতে দেশের আপামর জনসাধারণ প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার হার বাড়ছে না ও দেশ উন্নত হচ্ছে না।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তে এটা স্পষ্ট যে, বাংলা ভাষাসহ কোন মাতৃভাষাই প্রগতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় নয় বরং সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মাতৃভাষা চর্চা ও ব্যবহার কোন জাতিকে ছোট বা বিচ্ছিন্ন করে না বরং আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করে। সর্বত্র মাতৃভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার জাতির শিক্ষা, জ্ঞান বিনিময়, অর্থনৈতিক, রাজনীতি, কূটনীতি সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কাজেই সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত আছে বাংলা ভাষার গৌরব, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর গৌরব। ফেব্রুয়ারী মাস ভাষার মাস, স্বাধীনতার ভিত্তি রচনার মাস। ঐ চেতনায় বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করে ও সঠিক মর্যাদা দিয়ে বাঙ্গালী জাতির শপথ হওয়া উচিত "বাঙ্গালীর জন্য শুধু বাংলা ভাষাই হবে বাধ্যতামূলক, আর বাংলা ভাষা শিখে দেশে শিক্ষার হার বাড়াবো ও দেশকে সার্বিকভাবে উন্নত করবো।"

এই শপথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই 'একুশে ফেব্রুয়ারী ২০০০' উদযাপনের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সার্থক হবে। ◻